মুজিবনগরে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগর দারিয়াপুর মাঠে শাহাবুদ্দিন (৪০) নামের এক কৃষক বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে বিদ্যাধরপুর বাউন দা মাঠে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত শাহাবুদ্দিন বিদ্যাধরপুরের মৃত আলিমুদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, শাহাবুদ্দিন ঘটনার সময় নিজ জমিতে কাজ করছিলেন। এসময় হঠাৎ কালবৈশাখি ঝড় ও ব্রজপাতের ঘটনা ঘটে। বজ্রপাতে শাহাবুদ্দিন ঘটনাস্থলে মারা যায়।

মেহেরপুর বজ্রপাতে কৃষক নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়াতে বজ্রপাতে লিটন আহম্মেদ (৩২) নিহত ও সুজন হোসেন (২৮) নামের এক কৃষক আহত হয়েছেন।

নিহত লিটন আহম্মেদ কুলবাড়িয়া গ্রামের শফিউল ইসলামের ছেলে ও আহত সুজন একই গ্রামের জাহিরুল ইসলামের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় কুলবাড়িয়া গ্রামের বেইলির মাঠ নামক স্থানে মাঠে শসা তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে নিহত হন তিনি।

নিহত লিটনের ভাই আনিছুর রহমান বলেন, আমার ভাই লিটন ও সুজন বেইলির মাঠে শসা তুলছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তারা এসময় একটি গাছের নিচে বসে ছিলেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে হঠাৎ বজ্রপাত ঘটলে দুজনেই মারাত্বক আহত হন। তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিলে লিটন আহম্মেদকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

হরিনাকুন্ডুতে বজ্রপাতে গৃহবধূর মৃত্যু

হরিনাকুন্ডুতে বজ্রপাতে মধুমালা (৪০) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এই সময় তার সাথে থাকা দুইটা ছাগলও মারা যান।

বুধবার দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলার জোড়াদাহ ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মধুমালা ওই গ্রামের মকছেদ আলীর স্ত্রী। তিনি দুই সন্তানের জননী।

স্হানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃষ্টি দেখে বাড়ির পেছনে বাঁশবাগানে বেধে রাখা ছাগল আনতে যান তিনি। ছাগল নিয়ে ফেরার পথে বজ্রপাতের শিকার হন।

হরিনাকুন্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হরিণাকুণ্ডুতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বজ্রপাতে বাবুল মন্ডল (৩৮) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলার নারায়নকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ওই গ্রামের ইছাহক মন্ডলের ছেলে।

নিহতের স্বজনরা জানান, ঘটনার সময় তিনি মাঠে নিজ ধানক্ষেতের পরিচর্যা করছিলেন। সে সময় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। এক পর্যায়ে তিনি বজ্রপাতে আহত হন। এ সময় তার পুরো শরীর আগুনে পুড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাঠের ধানক্ষেতেই তার মৃত্যু হয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বজ্রপাতে ২ কৃষক নিহত, আহত এক গৃহবধু

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের পাঠান পাড়ার নামমাঠ নামক স্থানে কৃষি কাজ করার সময় বজ্রপাতে দুই কৃষক নিহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে বজ্রপাতাতের এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, শোলমারী গ্রামের পাঠান পাড়ার সামেদ খানের ছেলে শাহ আলম (২৫), দোয়াত আলীর ছেলে ছোট খোকন (৩০)।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় শোলমারী গ্রামের নামমাঠ নামক স্থানে কৃষি কাজ করছিলেন ছোট খোকন ও শাহ আলম। এসময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে সাথে সাথে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এতে ছোট খোকন ও শাহ আলম বজ্রোঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন মরদেহ উদ্ধার করে।

অপরদিকে, গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়াতে বজ্রপাতের ঘটনায় বেদানা খাতুন নামের এক গৃহবধু আহত হয়েছেন। তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত বেদানা একই গ্রামের ওয়াহাবের স্ত্রী।

মেহেরপুরের উজুলপুরে বজ্রপাতে

কৃষক নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলা উজুলপুরে বজ্রপাতে সুন্নত আলী (৪৫) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

আজ সোমবার (১ আগষ্ট) সকাল ১০ টার দিকে উজলপুর গ্রামের মাঠে বজ্রপাতে এই নিহতের ঘটনা ঘটে। নিহত সুন্নত আলী একই গ্রামের গ্রামের বকুল মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সকালের দিকে সুন্নত আলী ক্ষেতে কাজ করার উদ্দেশ্যে মাঠে যাচ্ছিলেন । গ্রামের চাঁতালের মাঠ নামক স্থানে পৌছানোর সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হয়। পরে ওই মাঠে একটি কদম গাছের নিচে অবস্থান করেন তিনি। হঠাৎ বজ্রপাত তার মাথার উপর পড়লে সুন্নত আলী আহত হন। আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

দামুড়হুদায় বজ্রপাত ও বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত-২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা দর্শনা থানার প্রতাবপুর গ্রামের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সোনা মল্লিক (৭০) নামের এক বৃদ্ধ ও বজ্রপাতে একই ইউনিয়নের বুইচিতলা বাজার পাড়ার আলামিন হোসেন (২৫) নামের এক ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার দুপুর ২টার দিকে উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের প্রতাবপুর ও বুইচিতলা গ্রামে পৃথক,পৃথক দুটি দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত সোনা মল্লিক (৭০) ওই গ্রামের মৃত গোপাল মল্লিকের ছেলে ও আলামিন হোসেন (২৫) একই ইউনিয়নের বুইচেতলা বাজার পাড়ার খলিল উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সোনা মিয়া বাড়ির পার্শ্বের মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করার জন্য বাড়ি থেকে বাহির হয়। নদীতে নামার সময় নতুন ব্রীজের কাজের বিদ্যুৎ লাইনে তার দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন নিয়ে ব্রীজের কাজ করছে। এসময় সোনা মল্লিক গোসলের জন্য নদীতে নামার সময় মাটিতে পড়ে থাকা খোলা তার তার পায়ে জড়িযে গেলে হাতদিয়ে সরানোর সময় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধ সোনা মল্লিক ঘটনাস্থলেই মারা যান।

অপরদিকে দুপুর পৌনে ৩টার দিকে একই ইউনিয়নের বুইচিতলা বাজার পাড়ার খলিল উদ্দিনের ছেলে আলামিন হোসেন (২৫) গ্রামের মাঠে কৃষিকাজ করছিলেন। এসময় আকস্মিক ভাবে বজ্রপাত ঘটলে আলামিন হোসেনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। মাঠে থাকা লোকজন তার লাশ উদ্ধার করে বাড়িতে নেন।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসান ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন দুই পরিবারের অভিযোগ না থাকায় দুই পরিবারের কাছে লাশ দুটি হস্তান্তর করে দিয়েছি।

মেহেরপুরের রাইপুরে বজ্রপাতে এক ব্যক্তি নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুরে হংকার গাইন (৪০) নামে এক ব্যক্তির বজ্রপাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে একই এলাকার বিলপাড়ার একটি আম বাগানে ঘটনা ঘটে। নিহত হংকার গাইন একই এলাকার মৃত নেঙ্গা গাইন এর ছেলে এবং সে তিনি কন্যার জনক।
পারিবারিক সূত্রে জানাযায়, শনিবার বিকালে বৃষ্টির আগ মূহর্তে বাড়ির পাশে বিলপাড়ার একটি আম বাগানে আম কুড়াতে যায়। এসময় বৃষ্টি চলাকালে বজ্রপাতে ঘটনাস্থালেই সে নিহত হয়।

মেহেরপুরের বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু, আহত-১

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগরে বজ্রপাতে একরামুল হক (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় পলাশ নামের আরো একজন আহত হয়েছেন। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত একরামুল হক রাজনগর গ্রামের বেলে পাড়ার এনামুল হকের ছেলে এবং পলাশ একই পাড়ার কবির হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, ঘটনার সময় বৃষ্টির সাথে বজ্রপাতের ঘটনায় একরামুল ও পলাশ আহত হন। খবর মেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের একটি দল তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় একরামুলের মৃত্যু হয়। পলাশকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আরএমও মোখলেসুর রহমান জানান, বজ্রপাতে আহত হয়ে দু জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। একরামুল হক নামের একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। অপরজনকে চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। তিনি সুস্থ আছেন।

চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গায় বজ্রপাতে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের মাঠে গত মঙ্গলবার রাতে বজ্রপাতে মৃত কলেজ ছাত্র জাশিদুল ইসলাম (২৫) এর মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

আজ বুধবার (২২ জুলাই) সকালে গ্রামের শিতল চরা মাঠ থেকে তার

ঝলসানো মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত জাশিদুল ইসলাম আরামডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল ওহাব শেখের ছেলে ও দামুড়হুদা ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

স্থানীয়রা জানায়, জাশিদুল মঙ্গলবার সন্ধায় বৃষ্টির সময় গ্রামের পর্শ্ববর্তী শিতল চারা মাঠের বিলে মাছ ধরতে যায়। এরপর সে বাড়ি না ফিরলে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তারা কোনো সন্ধান না পেয়ে ওই রাতেই দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে জানায়। পুলিশ গ্রামের বিভিন্ন মাঠে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পায়নি।

আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে শিতলচরা মাঠের বিলের ধারে জাশিদুলের ঝলসানো মরদেহ দেখে গ্রামে খবর দিলে তারা মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মেজবাহুর রহমান জানান, পরিবারের লোকজন নিখোঁজের খবর দেওয়ার পর আমরা সারারাত মাঠে খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু রাতে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে তার ঝলসানো মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে। মঙ্গলবার রাতেই বজ্রপাতে তার মৃতু হয়েছে বলে তিনি জানান।